

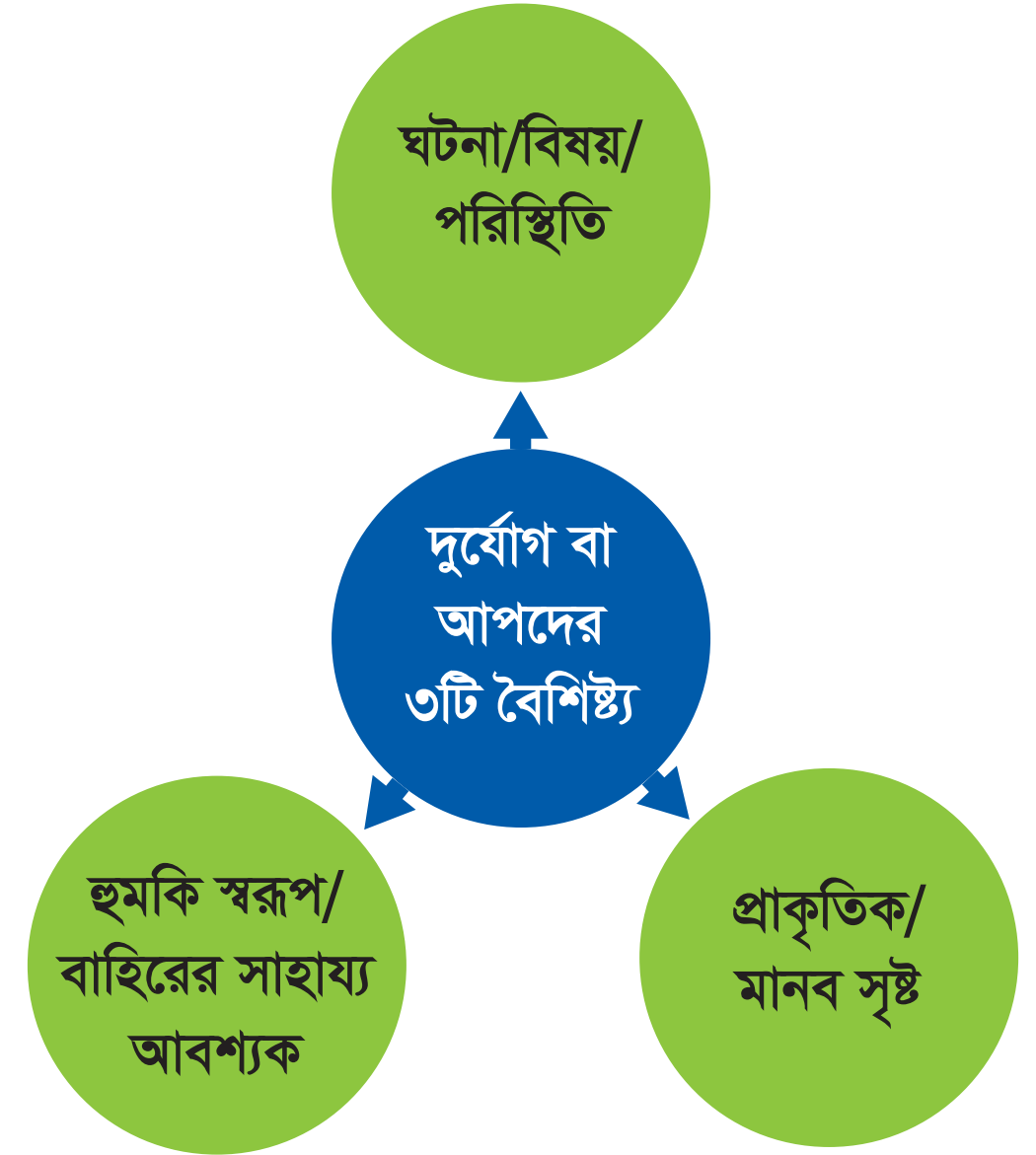
ঝুঁকি কমাই আপদ রুখি, ভালো ফলনে সবাই সুখী

এই ফ্লিপচার্টটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে চরাঞ্চলের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে M4C প্রকল্প ও তার সহযোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন পদক্ষেপের অভিজ্ঞতার আলোকে সংকলিত হয়েছে।



আপদ ও দুর্যোগ

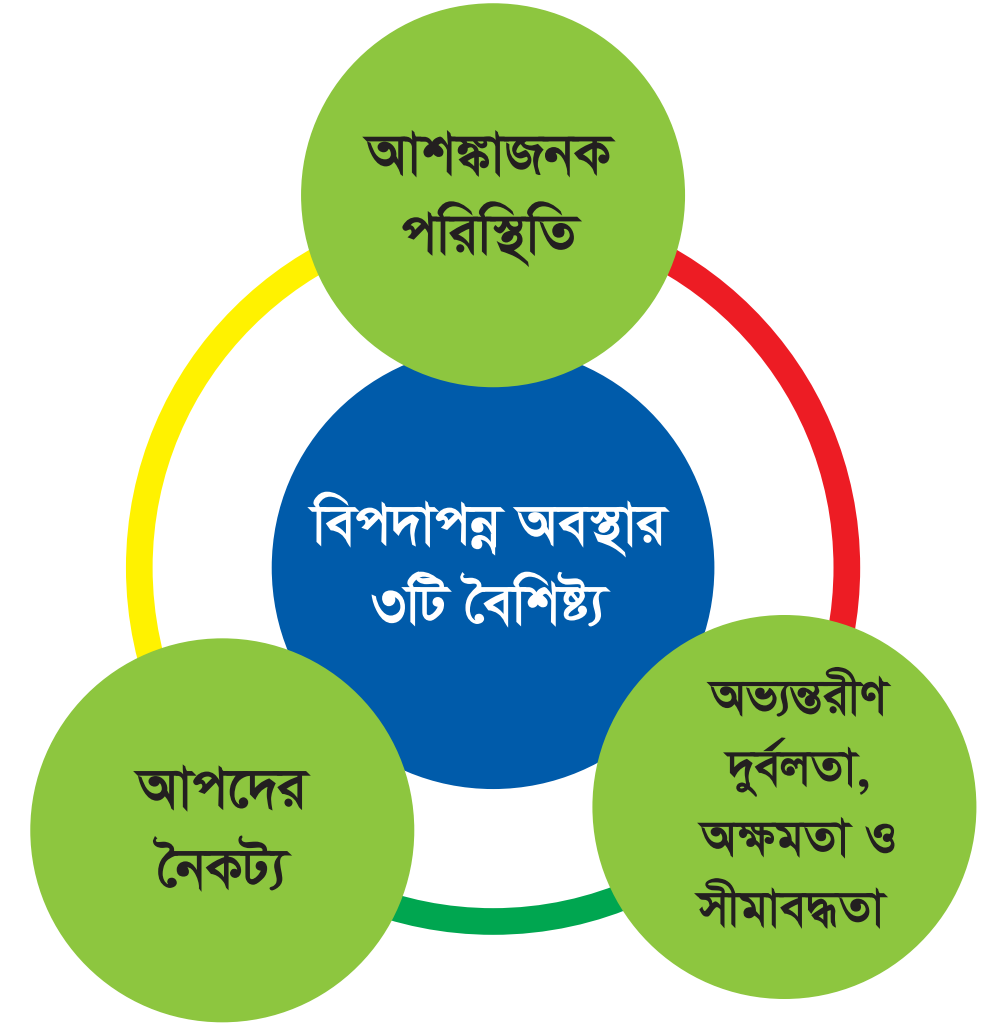
- ▶ আপদ হলো প্রাকৃতিক ঘটনা; কিন্তু দুর্যোগ হলো মানুষের কার্যক্রমের কারণে সৃষ্ট একটি চরম ঘটনা যা নির্দিষ্ট একটি সমাজের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক গতিকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে এবং মানুষ, ফসল, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।
- ▶ দুর্যোগের পরে জীবনযাত্রা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে এবং ক্ষতি মোকাবেলায় বাহিরের সাহায্য/সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়।
- ▶ আপদের ভয়াবহ রূপটিই হচ্ছে দুর্যোগ। যেমন : বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদী-ভাঙ্গন, শৈত্য প্রবাহ, খরা ইত্যাদি।





বিপদাপন্ন অবস্থা

- ▶ বিপদাপন্ন অবস্থা হচ্ছে এক ধরনের আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি বা অবস্থা যখন একজন ব্যক্তি বা একটি সমাজ তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে যেকোনো আপদ/দুর্যোগ মোকাবেলায় অক্ষম থাকে।
- ▶ আপদ কতটা নিকটে অবস্থান করছে তার উপর বিপদাপন্নতা নির্ভর করে। যেমন : নদীর কাছাকাছি বসবাস করার কারণে চর এলাকার মানুষজন মূল ভূখণ্ডের মানুষের তুলনায় বন্যায় বেশি বিপদাপন্ন থাকে। বন্যার সময় একই চর এলাকায় বসবাসরত নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা ঐ স্থানে বসবাসরত পুরুষদের তুলনায় বেশি বিপদাপন্ন থাকে। কারণ, তারা সামাজিক ও শারীরিকভাবে পুরুষদের তুলনায় দুর্বল। তাই তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকে।
- ▶ এছাড়া আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন কারণে সমাজের একদল আরেক দল অপেক্ষা বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে।



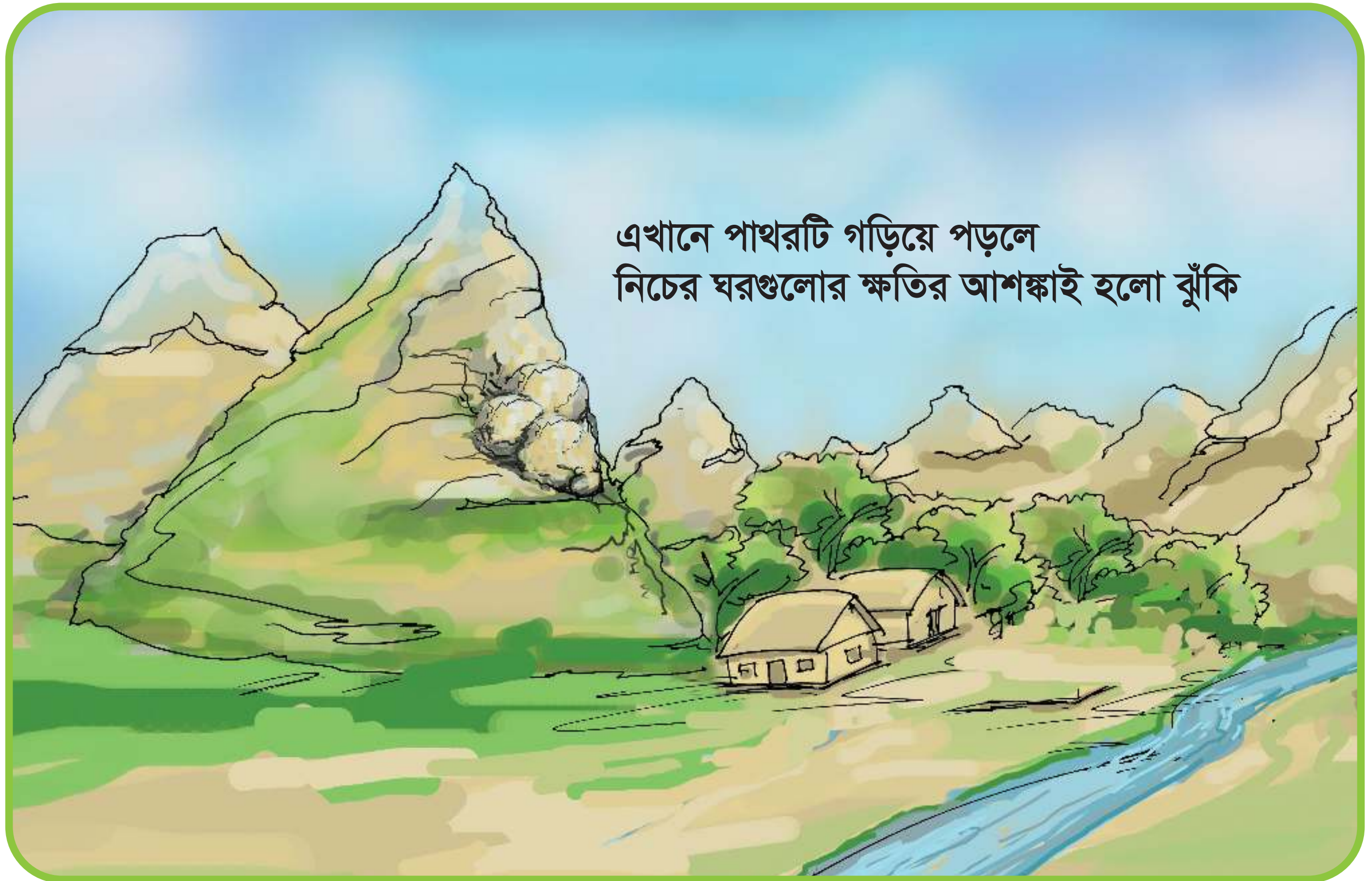


ঝুঁকি

- ▶ দুৰ্যোগের ফলে জনজীবন কিংবা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা/আশঙ্কাই হলো দুৰ্যোগের ঝুঁকি ।
- ▶ আপদের শক্তির সাথে বিপদাপন্ন অবস্থার গুণফল আপদের ঝুঁকির মাত্রা নির্দেশ করে ।

যেমন : কোনো এলাকায় পাহাড় ধস হলে পাহাড়ের নিচে বসবাসকারী মানুষ ও সম্পদের যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তাই হলো পাহাড় ধসের ঝুঁকি । ঝুঁকি দ্বারা কোনো দুৰ্যোগ থেকে সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও বিপদাপন্ন অবস্থায় মানুষের অসহায়ত্বকে বোঝায় ।





এখানে পাথরটি গড়িয়ে পড়লে
নিচের ঘরগুলোর ক্ষতির আশঙ্কাই হলো ঝুঁকি

ঝুঁকি কমানোর পদ্ধতি

► ঝুঁকি কমানোর পদ্ধতি ব্যবহার করে আপদ আসার আগেই এর মাত্রা কমিয়ে বিপদাপন্ন মানুষদের ঝুঁকি ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়।

► যেভাবে ঝুঁকি কমানো :

- আপদকে ভালো করে জানবো
- আপদের আসল কারণগুলো জানবো
- দুর্বল অবস্থাগুলো চিনে নিয়ে আগে থেকেই দরকারি ব্যবস্থা নেবো
- স্থানীয় ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবো
- ভূমি/পরিবেশের পরিকল্পিত ব্যবহার করবো
- পর্যাপ্ত পূর্ব প্রস্তুতি নেবো
- প্রাণিসম্পদ রক্ষায় প্রতিষেধক/টিকা দিব (বিশেষ করে অ্যানথ্রাক্স ও ফুট-মাউথ ডিজিস)।





চর এলাকার কৃষি ও প্রাণিসম্পদের জন্য আপদ

- ▶ বন্যা
- ▶ খরা
- ▶ নদী-ভাঙ্গন
- ▶ শৈত্য প্রবাহ ও কুয়াশা
- ▶ ঝড়/কালবৈশাখী
- ▶ অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টি
- ▶ পোকা-মাকড়ের আক্রমণ
এবং রোগ-বালাই
- ▶ কৃষি জমিতে অতিরিক্ত বালু
জমা হওয়া
- ▶ গবাদি পশুর জন্য অ্যানথ্রাক্স
ও এফ.এম.ডি রোগ

চর এলাকার অন্যতম প্রধান ঘেটি কৃষি ঝুঁকি

উৎপাদন	খারাপ আবহাওয়া, দুর্ভোগ অথবা পোকামাকড়, রোগবালাইয়ের আক্রমণে ফসল বা গবাদিপশুর উৎপাদন কমে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া।
প্রক্রিয়াজাতকরণ	বন্যা বা অতিবৃষ্টির কারণে উৎপাদিত ফসল সঠিকভাবে শুকাতে না পারা।
অর্থনৈতিক	দুর্ভোগের কারণে ফসল নষ্ট হলে এবং গবাদি পশু মারা গেলে ঋণের অর্থ এবং সুদ পরিশোধ করা অনিশ্চিত হয়ে পড়া।
পরিবেশ	সনাতন চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন কিংবা নতুন ধরনের পরিবেশবান্ধব চাষ পদ্ধতির সূচনাকরণ।
মানব/সম্পদ	সময়মতো পর্যাপ্ত কৃষি শ্রমিক না পাওয়া, আবার দুর্ভোগের কারণে চরে কর্মসংস্থানের অভাব হওয়া।

চর এলাকার কৃষি ও প্রাণিসম্পদের জন্য আপদ পঞ্জিকা

	আষাঢ় (জুন-জুলাই)	শ্রাবণ (জুলাই-আগস্ট)	ভাদ্র (আগস্ট-সেপ্টেম্বর)	আশ্বিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)	কার্তিক (অক্টোবর-নভেম্বর)	অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)	পৌষ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি)	মাঘ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি)	ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)	চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল)	বৈশাখ (এপ্রিল-মে)	জ্যৈষ্ঠ (মে-জুন)
ভুট্টা				বন্যা, নদী ভাঙ্গন	রোগবালাই	শৈত্য প্রবাহ, কুয়াশা, রোগবালাই	শৈত্য প্রবাহ, কুয়াশা, রোগবালাই	রোগবালাই	বৃষ্টি, খরা, ঝড়, রোগবালাই	বৃষ্টি, খরা, ঝড়		
মরিচ			বৃষ্টি, বন্যা, নদী ভাঙ্গন	বন্যা, নদী ভাঙ্গন	রোগবালাই	শৈত্য প্রবাহ, কুয়াশা, রোগবালাই	শৈত্য প্রবাহ, কুয়াশা, রোগবালাই	রোগবালাই	বৃষ্টি, খরা, ঝড়, রোগবালাই	বৃষ্টি, খরা, ঝড়		
পাট			বৃষ্টি, বন্যা, নদী ভাঙ্গন	বন্যা, নদী ভাঙ্গন					বৃষ্টি, খরা, ঝড়, রোগবালাই	বৃষ্টি, খরা, ঝড়		
পেঁয়াজ					রোগবালাই	শৈত্য প্রবাহ, কুয়াশা, রোগবালাই	শৈত্য প্রবাহ, কুয়াশা, রোগবালাই	রোগবালাই	বৃষ্টি, খরা, ঝড়, রোগবালাই	বৃষ্টি, খরা, ঝড়		
সরিষা					রোগবালাই	শৈত্য প্রবাহ, কুয়াশা, রোগবালাই	শৈত্য প্রবাহ, কুয়াশা, রোগবালাই	রোগবালাই	বৃষ্টি, খরা, ঝড়, রোগবালাই			
বাদাম							শৈত্য প্রবাহ, কুয়াশা, রোগবালাই	রোগবালাই	বৃষ্টি, খরা, ঝড়, রোগবালাই	বৃষ্টি, খরা, ঝড়		
ধান						শৈত্য প্রবাহ, কুয়াশা, রোগবালাই	শৈত্য প্রবাহ, কুয়াশা, রোগবালাই	রোগবালাই	বৃষ্টি, খরা, ঝড়, রোগবালাই	বৃষ্টি, খরা, ঝড়		
প্রাণি সম্পদ		অ্যানথ্রাক্স				এফ.এম.ডি	এফ.এম.ডি				নাইট্রেট পর্যজন	

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ পালনে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানোর কৌশলসমূহ

- ▶ বন্যা, নদী-ভাঙ্গন, খরা প্রভৃতি দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বেশি থাকলে এমন সব ফসল চাষ করা যার মাধ্যমে কৃষিকে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য হাত থেকে রক্ষা করা যায়। যেমন : ভুট্টা, সরিষা ও বাদাম চাষ করা।
- ▶ ঝড়, শিলাবৃষ্টি, খরা প্রভৃতির দ্বারা ফসলের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমাতে চর উপযোগী কৃষি পণ্যের জন্য কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও খুচরা বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করা। যেমন : ঝড়/খরা সহনশীল বীজ, শীতজনিত ছত্রাক নাশক ইত্যাদি।
- ▶ দীর্ঘায়িত বন্যার সম্ভাব্য ক্ষতির মাত্রা কমাতে চর উপযোগী চাষাবাদ পদ্ধতির ব্যবহার করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসে যোগাযোগ করা। যেমন : মরিচ/শাক-সবজি চাষে চারা রোপণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা।
- ▶ পাট চাষে আগাম বন্যার সম্ভাব্য ক্ষতির মাত্রা কমাতে চর উপযোগী উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বা বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট-এর সাথে যোগাযোগ করা। যেমন : আগাম সেচের মাধ্যমে পাট চাষ করা।
- ▶ ঝড়-বৃষ্টি, আগাম বন্যার সম্ভাব্য ক্ষতির মাত্রা কমাতে দ্রুত ফসল শুকানো ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অভ্যাসে পরিবর্তন আনতে ত্রিপল, পলিথিন ও নেট ব্যবহার করা। সেইসাথে ভুট্টা ও ধান মাড়াই মেশিনের ব্যবহার, আদর্শ পদ্ধতিতে ফসলের সংরক্ষণ ইত্যাদির নিশ্চিত করা।
- ▶ বন্যার সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে প্রাণিসম্পদ রক্ষার জন্য আগাম প্রস্তুতি নেওয়া, নিরাপদ জায়গা চিহ্নিত করে রেখে গবাদি পশুকে সময়মতো স্থানান্তর করা এবং বন্যা পরবর্তী রোগের প্রকোপ থেকে গবাদি পশু রক্ষায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিসের সাথে যোগাযোগ করা এবং সময়মতো প্রতিষেধক ব্যবহার করা (বিশেষ করে অ্যানথ্রাক্স ও এফ.এম.ডি রোগ)।



বন্যা

ফলাফল/প্রভাব

- ▶ পাট ক্ষেত ডুবে যায়, গাছের গোড়ায় বালি জমে ও শিকড় গজায়। ফলে আঁশের গুণগত মান নষ্ট হয় এবং জাগ দেয়া পাট ভেসে যায়।
- ▶ মরিচ ক্ষেত বন্যা হলে নষ্ট হয়ে যায়।
- ▶ বাদাম পরিপক্ব হওয়ার আগেই ক্ষেত থেকে তুলে ফেলতে হয়। অনেক সময় বাদাম তোলার আগেই বন্যা ক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
- ▶ জায়গার অভাবে বাদাম, সরিষা, মরিচ শুকানো যায় না, ফলে ফসল নষ্ট হয় এবং সংরক্ষণ করা যায় না।
- ▶ অধিকাংশ জমি বন্যায় ডুবে গেলে গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়।
- ▶ গবাদি পশুর (এফ.এম.ডি, অ্যানথ্রাক্স) রোগের প্রকোপ দেখা দেয়।

করণীয়

- ▶ আগাম সেচের মাধ্যমে পাট বপন করবো ফলে বন্যা থেকে পাট রক্ষা পাবে ও ফলন বৃদ্ধি পাবে।
- ▶ বন্যায় ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যে জাগ দেয়া পাট শক্ত দড়ি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতে হবে।
- ▶ মরিচ, শাক-সবজি চাষে চারা রোপণ পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে এবং চারা তৈরির জন্য পূর্বেই উঁচু জায়গা নির্বাচন করে রাখবো।
- ▶ জমি ভেদে উপযুক্ত জাত নির্বাচন বা বন্যার পানি সহ্য করতে পারে, এমন বিকল্প শস্য চাষ করা যেতে পারে।
- ▶ বন্যার পূর্বে তোলা যায় এমন ফসল (আলু, ভুট্টা, বাদাম, দ্রুত বর্ধনশীল শাক-সবজি ইত্যাদি) চাষ করতে হবে।
- ▶ সাইলেজ পদ্ধতিতে তৈরি গো-খাদ্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- ▶ বন্যার আগে/পরে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অফিসের সাথে যোগাযোগ করা।



চরাঞ্চলে বন্যা কালীন জুট্টা গাছ দিয়ে গরুর খাবার সাহিলেজ তৈরীর সহজ উপায়

জুট্টা গাছ দিয়ে তৈরি সাহিলেজ গরুর খাবার

সহিলেজ কি?
সহিলেজ হল গরুর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত জুট্টা গাছের পাতা। এটি গরুর খাবার হিসেবে খুব উপকারী।

সহিলেজ তৈরীর উপায়:
জুট্টা গাছের পাতা কেটে নেওয়া হয় এবং এটি গরুর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সহিলেজের উপকারিতা:
সহিলেজ গরুর খাবার হিসেবে খুব উপকারী। এটি গরুর খাবার হিসেবে খুব উপকারী।

সহিলেজ তৈরীর উপায়:
জুট্টা গাছের পাতা কেটে নেওয়া হয় এবং এটি গরুর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সহিলেজের উপকারিতা:
সহিলেজ গরুর খাবার হিসেবে খুব উপকারী। এটি গরুর খাবার হিসেবে খুব উপকারী।

সহিলেজ তৈরীর উপায়:
জুট্টা গাছের পাতা কেটে নেওয়া হয় এবং এটি গরুর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সহিলেজের উপকারিতা:
সহিলেজ গরুর খাবার হিসেবে খুব উপকারী। এটি গরুর খাবার হিসেবে খুব উপকারী।



খরা

ফলাফল/প্রভাব

- ▶ খরার ফলে গাছের পাতা শুকিয়ে যায়, গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয় ।
- ▶ মাটির রস শুকিয়ে যাওয়ায় গাছ পরিমাণমতো খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না ।
- ▶ পরাগায়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়; ফলে ফুল, বীজ (দানা) ও ফল (মোচা) ঠিকমতো পরিপুষ্ট হয় না ।
- ▶ পাট পঁচানোর পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না, ফলে আঁশের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায় ।
- ▶ খরায় সময়মতো জমি তৈরি করা যায় না, ফলে চাষাবাদ ব্যাহত হয়, বীজ বপনে অসুবিধা হয় ।
- ▶ গবাদি পশুর কাঁচা ঘাসের অভাব দেখা দেয় ।

পূর্বপ্রস্তুতি/করণীয়

- ▶ জমিতে নিয়মিত সেচ দিতে হবে, পরাগায়ন তথা ফুল ও ফল ধরার পর্যায়ে অবশ্যই সেচ দিতে হবে ।
- ▶ খরায় টিকে থাকতে পারে, এমন বীজ/জাত ব্যবহার করতে হবে ।
- ▶ গাছের গোড়ায় মালচিং বা জাবড়া প্রয়োগ করা ।
- ▶ খরাপ্রবণ এলাকায় আমন ধানে সেচের জন্য পুকুর খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে সম্পূরক সেচ দেয়া ।
- ▶ কৃষি খাতে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা । যেমন : কম্পোস্ট তৈরি, ঘাস চাষ, গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি ।
- ▶ কাঁচা ঘাস চাষ পদ্ধতি প্রচলন করা ।



শৈত্য প্রবাহ ও ঘন কুয়াশা

ফলাফল/প্রভাব

- ▶ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও স্বল্প সূর্যালোকের জন্য গাছের খাদ্য উৎপাদন কমে যায় এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়।
- ▶ মরিচের পাতা কুঁকড়ে যায়, গাছের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। কাণ্ড পঁচে যায়; ফুল নষ্ট হয়ে ফলন কম হয়।
- ▶ পেঁয়াজের পার্পেল ব্লচ বা গোড়া পঁচা রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়।
- ▶ পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।
- ▶ শৈত্য প্রবাহের সাথে দীর্ঘ সময় কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে অনেক ফসলের পরাগায়ন না হওয়ায় আংশিক বা সম্পূর্ণ ফসল চিটা হয়ে যায়।

পূর্বপ্রস্তুতি/করণীয়

- ▶ তীব্র শীত ও কুয়াশা থেকে রক্ষা করার জন্য শাকসবজির চারা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।
- ▶ ঠাণ্ডায় ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনে সঠিক ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ▶ কৃষিবিদ/অভিজ্ঞ খুচরা কৃষিপণ্যের বিক্রেতার পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।
- ▶ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হতে গবাদি পশু রক্ষায় চট/ছালা ব্যবহার করা।



ঝড় ও শিলাবৃষ্টি

ফলাফল/প্রভাব

- ▶ ভুট্টা গাছ ভেঙ্গে যায়।
- ▶ মোচা নষ্ট হয় ও ফলন কমে যায়।

পূর্বপ্রস্তুতি/করণীয়

- ▶ ঝড় সহনশীল ও খাটো জাতের বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- ▶ প্রতি সারি কাঠি ও রশি (মোটা সুতলি) দিয়ে শক্ত করে এমনভাবে বেঁধে দিতে হবে যেন গাছ বাতাসে হেলে না পড়ে।



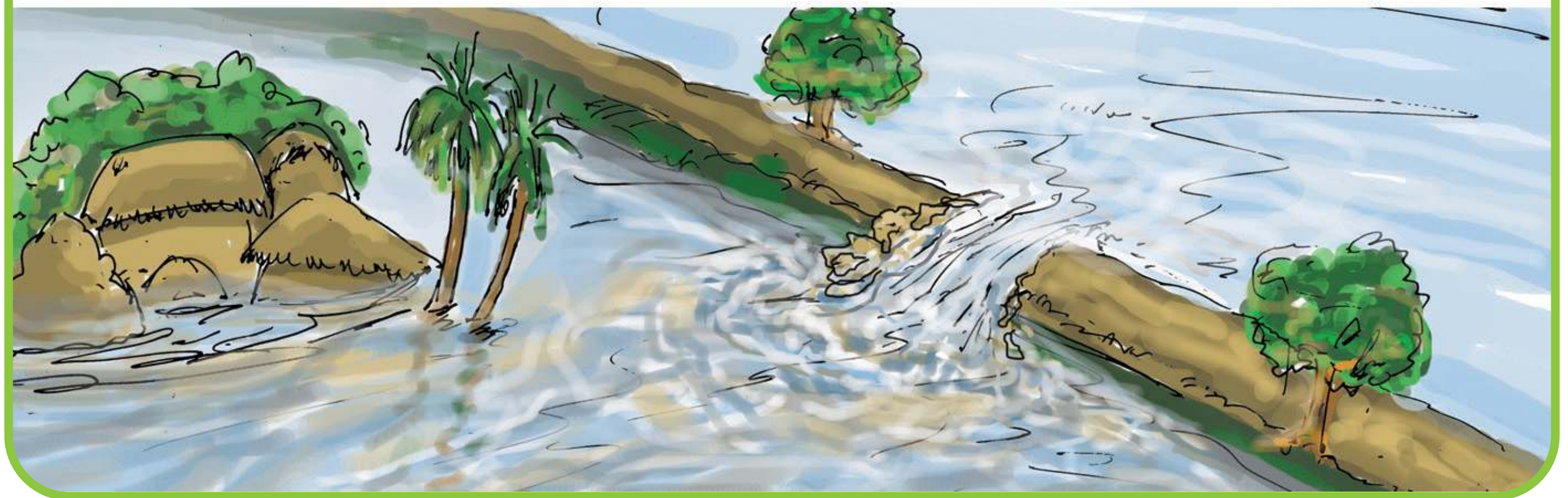
নদী-ভাঙ্গন

ফলাফল/প্রভাব

- ▶ নদী ভাঙ্গনের ফলে উৎপাদনশীল জমি, বসতি, স্থাপনা ইত্যাদি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় এবং কৃষক আর্থিক ক্ষতিতে পড়ে।
- ▶ নদী ভাঙ্গনের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙ্গে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়।
- ▶ কৃষি জমি কমে গিয়ে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং নদীর পাশের এলাকায় বসবাসরত অসংখ্য মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব, ভাসমান মানুষে পরিণত হয়।
- ▶ চাষীরা অতিরিক্ত ঋণ নিতে বাধ্য হয় এবং আগের ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়।

পূর্বপ্রস্তুতি/করণীয়

- ▶ জমি সংলগ্ন এলাকায় ভাঙ্গন দেখা দিলে দ্রুত ফসল কেটে নেয়ার পূর্বপ্রস্তুতি রাখতে হবে।
- ▶ নদী ভাঙ্গনের গতি বুঝে ঘর-বাড়ি, গবাদি পশু, কৃষি উপকরণ/যন্ত্রপাতি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে।
- ▶ রেডিও, টেলিভিশন অথবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আবহাওয়া পূর্বাভাস শুনে বা দেখে সতর্ক থাকতে হবে।



কৃষি ও প্রাণিসম্পদ সম্পৃক্ত সেবাদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান

১. মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কৃষি সম্প্রসারণ এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা
২. কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি
৩. খুচরা ও পাইকারী কৃষি উপকরণ বিক্রেতা
৪. উৎপাদিত কৃষি পণ্য ব্যবসায়ী
৫. ত্রিপল, নেট ও পলিথিন বিক্রেতা
৬. ভেটেরিনারী মাঠ কর্মী (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ কর্মী)

সেবাদানকারীদের ভূমিকা

▶ ৩টি সেবা নিশ্চিতকরণ :

১. চর উপযোগী কৃষি পণ্যের প্রচলন, পরিচিতিকরণ, বিক্রি/বাজারজাতকরণের সহায়তা প্রদান
২. চর উপযোগী চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলন ঘটানো এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান
৩. প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে প্রচলিত চাষাবাদের অভ্যাসের পরিবর্তন এবং চর উপযোগী, টেকসই কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো

▶ কৃষি সেবা প্রদান এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনে ২টি বিষয় লক্ষ্য রাখা :

১. আপদ সহনশীল/প্রতিরোধী হতে হবে
২. চর উপযোগী হতে হবে



কৃষি ও প্রাণিসম্পদে দুর্যোগ মোকাবেলায় পরামর্শ প্রাপ্তি

- ▶ বিভিন্ন পরিবেশগত দুর্যোগ যেমন : খরা, বন্যা, ঝড়, লবণাক্ততা, শিলাবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি সংক্রান্ত পূর্বাভাস ও আপদ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে সরকারি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।
- ▶ সেবা প্রাপ্তির স্থান
 - ▶ উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ অফিস
- ▶ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারি
 - ▶ উপজেলা কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
 - ▶ অতিরিক্ত কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
 - ▶ কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
 - ▶ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা
- ▶ প্রয়োজনীয় ফি
 - ▶ বিনামূল্যে
- ▶ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
 - ▶ প্রয়োজন নাই
- ▶ সেবা প্রাপ্তির শর্তাবলি
 - ▶ সকল শ্রেণির প্রকৃত কৃষক
- ▶ সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতিকারকারী কর্মকর্তা
 - ▶ উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
- ▶ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি
 - ▶ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা



যা যা শিখলাম :

- ▶ আপদ ও দুর্যোগ
- ▶ বিপদাপন্ন অবস্থা
- ▶ দুর্যোগের ঝুঁকি
- ▶ দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর পদ্ধতি
- ▶ চর এলাকার কৃষি ও প্রাণিসম্পদের জন্য আপদসমূহ
- ▶ M4C প্রকল্পে চর এলাকার কৃষি ও প্রাণিসম্পদের জন্য দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর কৌশল
- ▶ বন্যা, খরা, শৈত্য প্রবাহ, ঝড়, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদির সম্ভাব্য ফলাফল ও এর থেকে ফসল রক্ষায় করণীয়
- ▶ কৃষি ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান
- ▶ কৃষি ও প্রাণিসম্পদের দুর্যোগ মোকাবেলায় পরামর্শ প্রাপ্তি

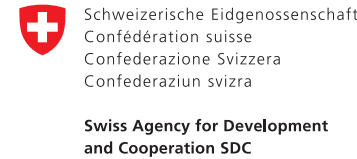
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত



এমফোরসি প্রকল্প বাস্তবায়নে



এমফোরসি প্রকল্প অর্থায়নে



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়